বণিক বার্তা
25 JUL 2026

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্য রফতানিতে কার্যকর শুল্ক অন্তত ২৫%

বাংলাদেশের পণ্য রফতানিতে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক

নতুন অতিরিক্ত শুল্ক	১০%
গড় বিদ্যমান শুল্ক	১৫%
মোট কার্যকর শুল্ক	২৫%

প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর নতুন শুল্ক

দেশ	অতিরিক্ত শুল্ক
বাংলাদেশ	১০%
ভারত	১০%
ইন্দোনেশিয়া	১০%
কম্বোডিয়া	১০%
পাকিস্তান	১০%
ভিয়েতনাম	১২.৫%
চীন	১২.৫%

সূত্র : ইউএসটিআর

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মোট পণ্য রফতানির **প্রায় ৮৭% তৈরি পোশাক**

১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ৩০১-এর আওতায় নতুন শুল্ক আরোপ করেছে ইউএসটিআর। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রেজিস্ট্রারের এক নোটিসে গত বৃহস্পতিবার নতুন এ শুল্ক ঘোষণা করা হয়, যা ওয়াশিংটন সময় ২৪ জুলাই রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে কার্যকর হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পথে থাকা পণ্য ২৮ জুলাই দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট পর্যন্ত এ শুল্কহার থেকে অব্যাহতি পাবে

বিশেষ প্রতিনিধি ■

জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের ওপর যথাযথভাবে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর না করার অভিযোগে বাংলাদেশী পণ্যে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ফলে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশী রফতানি পণ্যের ওপর কার্যকর মোট শুল্ক গিয়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ২৫ শতাংশে। আগে বাংলাদেশী পণ্যে গড়ে ১৫-১৬ শতাংশ শুল্ক দিতে হতো। এর সঙ্গে সেকশন ৩০১-এর আওতায় নতুন করে ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক যোগ হয়েছে।

নতুন শুল্কে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে তাৎক্ষণিক বড় কোনো পরিবর্তন হবে না বলে মনে করছেন রফতানিকারকরা। কারণ এতদিন সেকশন ১২২-এর আওতায় থাকা ১০ শতাংশ অস্থায়ী শুল্ক ছিল, তার পরিবর্তে এখন একই হারে সেকশন ৩০১-এর শুল্ক কার্যকর করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে শুল্কের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকছে।

দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে এমন দেশগুলোর পণ্য আমদানিতে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপে তৎপরতা শুরু করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির আওতায় ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল পাল্টা শুল্ক বা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ আরোপ করা হয়। বিশ্বের ৫৭টি দেশের ওপর বসানো হয় বিভিন্ন হারে এ শুল্ক। শুরুতে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক ছিল ৩৭ শতাংশ। পরে তা কমিয়ে ৩৫ শতাংশ এবং একপর্যায়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। গত ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেডের (এআরটি) পর শুল্ক ১৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। তবে ব্যবসায়ীদের ভাষ্য অনুযায়ী, ওই ১৯ শতাংশ শুল্ক পরে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেন।

সুপ্রিম কোর্টের ওই সিদ্ধান্তের কয়েক দিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার নির্বাহী ক্ষমতাবলে ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ১২২-এর আওতায় ১০ শতাংশ অস্থায়ী শুল্ক আরোপ করেন। আইন অনুযায়ী, এ শুল্ক সর্বোচ্চ ১৫০ দিন বহাল রাখা যায়। সে মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ৩০১-এর আওতায় নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছে। আর এ সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে জোরপূর্বক শ্রম ইস্যুতে পরিচালিত মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয়ের (ইউএসটিআর) তদন্ত। পণ্য উৎপাদনে জোরপূর্বক শ্রম বন্ধে বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশ যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে ইউএসটিআর গত ১২ মার্চ তদন্ত শুরু করে। জনমত, প্রকাশ্য শুনানি, সংশ্লিষ্ট সরকারের মতামত এবং উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা শেষে ২ জুন তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। অভিযোগ করা হয়, সংশ্লিষ্ট দেশগুলো জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ৩০১-এর আওতায় নতুন শুল্ক আরোপ করেছে ইউএসটিআর। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রেজিস্ট্রারের এক নোটিসে গত বৃহস্পতিবার নতুন এ শুল্ক ঘোষণা করা হয়, যা ওয়াশিংটন সময় ২৪ জুলাই রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে কার্যকর হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পথে থাকা পণ্য ২৮ জুলাই দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট পর্যন্ত এ শুল্কহার থেকে অব্যাহতি পাবে।

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

25 JUL 202

নতুন এ শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হওয়া প্রায় ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশ পণ্যের ওপর প্রযোজ্য হবে। তবে ইউএসটিআরের নোটিসে কিছু পণ্যকে নতুন শুল্কের বাইরে রাখা হয়েছে। জ্বালানি তেল ও গ্যাস, সার, কয়েক ধরনের খাদ্যপণ্য এবং আগে থেকেই সেকশন ২৩২-এর আওতায় থাকা গাড়ি, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ও তামাসহ কয়েকটি পণ্যের ওপর এ অতিরিক্ত শুল্ক প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা বাণিজ্য চুক্তির (ইউএসএমসিএ) শর্ত পূরণকারী পণ্যও এ শুল্কের আওতার বাইরে থাকবে।

এদিকে নতুন শুল্ক কার্যকরের পরপরই বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বহাল থাকার দাবি করেছে সরকার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নতুন আরোপিত শুল্কহারের ফলে বাংলাদেশের কার্যকর শুল্ক পরিস্থিতিতে কোনো পরিবর্তন আসছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল জানিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বণিক বার্তাকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র সময় রাত ১২টার পর সেকশন ১২২-এর আওতায় আগে আরোপিত শুল্ক আর কার্যকর থাকবে না। এ শুল্কটি ছিল ব্যালান্স অব পেমেন্টসের তারতম্যের কারণে। কোনো একটি দেশের রফতানির বিপরীতে সাময়িক ব্যবস্থা নিতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের আইন তাদের প্রেসিডেন্টকে সর্বোচ্চ ১৫০ দিনের জন্য শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দিয়েছে। ওই ১৫০ দিনের মেয়াদ শুক্রবার শেষ। এরপর আগের শুল্ক আর থাকবে না, কার্যকর হবে নতুন করে আরোপিত ১০ শতাংশ শুল্ক। বাস্তবে শুল্কের পরিমাণ একই থাকবে, শুধু ভিন্ন আইনি কাঠামোর আওতায় কার্যকর হবে। সে কারণে বাংলাদেশের শুল্ক পরিস্থিতিতে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।'

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ৮৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৭টি দেশের একটি, যাদের জন্য সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অক্ষুণ্ন থাকবে। একই সঙ্গে চীন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের মতো প্রধান প্রতিযোগী দেশের ওপর ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করায় বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা আরো জোরালো হবে বলে মনে করছে সরকার।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ১৯৭৪ সালের ট্রেড অ্যাক্টের সেকশন ৩০১-এর আওতায় ইউএসটিআরের তদন্তের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সেকশন ১২২-এর আওতায় আগে কার্যকর থাকা অস্থায়ী ১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্কের পরিবর্তে নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হলো।

এছাড়া ইউএসটিআর বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার জন্য তিন বছরের একটি ট্যারিফ রেট কোটা (টিআরকিউ) চালুর বিষয় বিবেচনা করছে। এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ও বস্ত্র উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর সেকশন ৩০১-এর অতিরিক্ত শুল্ক মওকুফ করা হতে পারে। সরকার মনে করছে, এটি কার্যকর হলে বাংলাদেশের রফতানিতে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা সৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রমমান রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং রফতানিমুখী খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ অব্যাহত রাখবে।

রফতানিকারকরা বলছেন, নতুন ঘোষণায় বাংলাদেশের জন্য কার্যকর ট্যারিফে বাস্তবে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগে যে ১০ শতাংশ অস্থায়ী শুল্ক ছিল, এখন তার জায়গায় একই হারে নতুন শুল্ক কার্যকর হয়েছে। ফলে মোট কার্যকর শুল্ক প্রায় ২৫ শতাংশেই থাকছে।

এ বিষয়ে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'নতুন ঘোষণার পর আমাদের জন্য ট্যারিফে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। এতদিন সেকশন ১২২-এর আওতায় ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর ছিল। সেই ব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হয়েছে। এরপর সেকশন ৩০১-এর আওতায় নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হচ্ছে। অর্থাৎ আগের ১০ শতাংশের পরিবর্তে নতুন ১০ শতাংশ কার্যকর হয়েছে।'

প্রতিযোগী দেশগুলোর বিষয়ে এ ব্যবসায়ী নেতা বলেন, 'ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে আগে ১০ শতাংশ ছিল, এখন তা সাড়ে ১২ শতাংশ হয়েছে। সেদিক থেকে ভিয়েতনামের তুলনায় আমরা কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পেতে পারি। তবে ভারত বা কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে এমন সুবিধা নেই। কারণ ওই দেশগুলোর ওপরও ১০ শতাংশ এবং আমাদের ওপরও ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছে।'

প্রতিযোগিতার দিক থেকে বড় কোনো ক্ষতি না হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক চুক্তির পরও বাড়তি সুবিধা না পাওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন ব্যবসায়ীরা। এ বিষয়ে বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি এবং প্লামি ফ্যাশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল হক বণিক বার্তাকে বলেন, 'প্রতিযোগিতার দিক থেকে বড় কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ প্রায় সবার ক্ষেত্রেই শুল্ক বেড়েছে। কিন্তু এআরটি করার পরও যদি কোনো অতিরিক্ত সুবিধা না পাই, সেটাই হতাশার জায়গা।'

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ পোশাক রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান হা-মীম গ্রুপ। বাংলাদেশী পণ্যের ওপর নতুন করে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকরের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ বলেন, 'নতুন ঘোষণার প্রভাব সুনির্দিষ্ট করে বলতে আরো সময় প্রয়োজন। ক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর প্রকৃত প্রভাব বলা সম্ভব হবে।'

ব্যবসায়ীদের একাংশের মধ্যে অবশ্য হতাশাও রয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শীর্ষ পোশাক রফতানিকারক জানান, প্রশ্নটা প্রতিযোগিতার নয়, প্রশ্নটা ন্যায্যতার। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বিশেষ চুক্তি করেছে। তার পরও আমাদের ওপর একই ধরনের শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। সেটি কতটা যৌক্তিক, সেটাই প্রশ্ন। তাছাড়া জোরপূর্বক শ্রমের সংজ্ঞা এবং বাংলাদেশকে কী ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেটিও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। যদি কোনো দেশের কাঁচামালের উৎসে জোরপূর্বক শ্রম থাকে, তাহলে তার দায় পুরো একটি দেশ বা পুরো শিল্প খাত কেন বহন করবে—এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, ভারত, কম্বোডিয়া, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ ১৭টি দেশের পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ডসহ অধিকাংশ বাণিজ্য অংশীদারের ক্ষেত্রে শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এমএফএন শুল্কের সঙ্গে সমন্বয় করে মোট শুল্কহার ১০ অথবা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বড় ধরনের চাপে না পড়লেও দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সংলাপ, শ্রমমান বাস্তবায়ন, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্বচ্ছতা এবং কাঁচামালের উৎসসংক্রান্ত উদ্বেগ দূর করার ওপরই ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি অনেকাংশে নির্ভর করবে। একই সঙ্গে ইউএসটিআর প্রস্তাবিত ট্যারিফ রেট কোটা (টিআরকিউ) কার্যকর হলে তা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির জন্য একটি নতুন সুযোগও তৈরি করতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ থাকলে তা একপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বাজারে চাহিদা কমিয়ে দেয়, যা বিবেচনায় বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ রয়েই যাচ্ছে।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও সিইও ড. এম মাসরুর রিয়াজ বণিক বার্তাকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের ওপর ১০ থেকে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ পেনাল্টি ট্যারিফ আরোপ করেছে। জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্য আমদানি এবং তা রফতানিতে ব্যবহারের অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিষয়টি দুটি কারণে অপ্রত্যাশিত। প্রথমত, প্রায় দেড় মাস আগে ইউএসটিআরের প্রাথমিক মূল্যায়নে বলা হয়েছিল—বাংলাদেশের আইনি কাঠামো রয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়নে দুর্বলতা আছে। অর্থাৎ আইনি সুরক্ষা যথেষ্ট থাকলেও প্রয়োগের ঘাটতি রয়েছে। এ দুর্বলতা দূর করা খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত ইতিবাচক। দুই দেশের মধ্যে এআরটি স্বাক্ষর হয়েছে, বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে, এলএনজি সহযোগিতায় সমঝোতা স্মারকও সই হয়েছে। এসব বিবেচনায় আমরা আশা করেছিলাম বাংলাদেশ কিছুটা অগ্রাধিকার পাবে। কয়েক মাস আগে সেকশন ৩০১ তদন্তের ইঙ্গিত দেয়ার পর বিষয়টি আরো কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা উচিত ছিল।'

তিনি আরো বলেন, 'উচ্চ শুল্ক দীর্ঘমেয়াদে বাজারের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। শুল্ক বাড়লে শেষ পর্যন্ত ভোক্তার ব্যয়ও বাড়ে, যার প্রভাব চাহিদার ওপর পড়ে। এ প্রবণতার লক্ষণ এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দেখা যাচ্ছে।'

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রফতানি বাজার যুক্তরাষ্ট্র। ইউএস সেনসাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত পাঁচ মাসে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হয়েছে ৩৮৬ কোটি ৭৯ লাখ ডলারের পণ্য। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ পণ্য আমদানি করেছে ৭৭ কোটি ৯০ লাখ ডলারের।

সমকাল

25 JUL 2026

৬০ দেশে নতুন মার্কিন শুল্ক বাংলাদেশের ওপর ১০%

সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নতুন করে শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে ব্যর্থতার অভিযোগে দেশটির বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় (ইউএসটিআর) নতুন এই শুল্ক আরোপ করেছে। গত বৃহস্পতিবার সে দেশের ফেডারেল রেজিস্ট্রারের এক নোটিশে এ-সংক্রান্ত ঘোষণা দেওয়া হয়।

এ নিয়ে ১৪ মাসে পাঁচবার শুল্কহার পরিবর্তন করল ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন ঘোষণার দেশগুলোর ওপর শুল্কের হার ১০ থেকে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের শুল্কহার ১০ শতাংশ রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডা, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, জর্ডান, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

> গতকাল নতুন শুল্ক হার কার্যকর হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৪ মাসে ৫ বার শুল্কহার পরিবর্তন করল ট্রাম্প প্রশাসন

এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, তাইওয়ান, সুইজারল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর আগে আরোপ করা শুল্কের সঙ্গে মিলিয়ে ১০ থেকে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। বাকি ৩৮টি দেশের ক্ষেত্রে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছে। এই দেশগুলোর চীন ও ভিয়েতনাম রয়েছে।

চীন ও ভিয়েতনামের পণ্যে শুল্কহার বাড়িয়ে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ করায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন

পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ২

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বাণিজ্যনীতি বিশ্লেষক ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দেশ দুটি বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের শুল্কে ২ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যবধানের ফলে বাংলাদেশ বাড়তি সুবিধা পেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের সংস্থা অফিস অব দ্য টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ উপাত্ত অনুযায়ী, দেশটিতে পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। শীর্ষে রয়েছে ভিয়েতনাম। চীনের অবস্থান তৃতীয়। চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া ও ভারত। তবে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার পণ্যেও বাংলাদেশের মতোই সমহার অর্থাৎ ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত ১২টা থেকে নতুন শুল্কহার কার্যকর হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে বর্তমানে পণ্যভিত্তিক শুল্ককাঠামোর অধীনে বাংলাদেশ যেসব পণ্য রপ্তানি করে, সেগুলোর শুল্ক রয়েছে গড়ে ১৬ শতাংশ। এর সঙ্গে দেশভিত্তিক শুল্ককাঠামোয় ১০ শতাংশ মিলে বাংলাদেশের পণ্যে মোট শুল্ক দাঁড়ায় ২৬ শতাংশ। নতুন শুল্ক কাঠামোর কারণে এই হারে কোনো পরিবর্তন আসবে না বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির মধ্যে তৈরি পোশাক ৮৮ শতাংশ। এই খাতের রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নতুন শুল্ককাঠামোর কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। তিনি প্রতিযোগী দেশের চেয়ে নতুন শুল্ককাঠামোয় আড়াই শতাংশ এগিয়ে থাকার যুক্তি তুলে ধরেন।

একই রকম যুক্তি দেখিয়েছেন বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষক ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সদস্য ড. মোস্তফা আবিদ খান। গতকাল সমকালকে তিনি বলেন, প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে ২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক ব্যবধান বাংলাদেশকে এগিয়ে রাখবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি করে সে দেশে শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধার যে কথা বলা হচ্ছে, সেটা কার্যকর হলে বাংলাদেশের জন্য আরও ভালো হবে। তবে মনে রাখতে হবে, তৈরি পোশাকে ভিয়েতনামের অবকাঠামো, নিজস্ব কাঁচামাল কিংবা চীন থেকে খুব সহজেই যুক্তরাষ্ট্রে আমদানির সুযোগ রয়েছে– যা তাদের সব সময় বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রাখে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য প্রবেশে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের জেরে গত বছরের এপ্রিল থেকে টালমাটাল হয়ে ওঠে রপ্তানি বাণিজ্য। দফায় দফায় বাংলাদেশের পণ্যের ওপর শুল্কহারে পরিবর্তন আনা হয়। এতে প্রধান বাজারে রপ্তানি ধরে রাখা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

গত বছরের ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশে বাংলাদেশের পণ্যে ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের কথা বলা হয়, যা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ৯ এপ্রিল। তখন মোট শুল্ক দাঁড়ায় ৫২ শতাংশে। পরে বাড়তি শুল্ক আরোপের ঘোষণা তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। স্থগিতের সময় শেষ হওয়ার আগে গত বছরের ৯ জুলাই বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের ওপর নতুন করে পাল্টা শুল্ক ২ শতাংশ কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করা হয়। চলতি বছর ফেব্রুয়ারিতে শুল্ক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করে সরকার। এতে শুল্ক কমে ১৯ শতাংশ হওয়ার কথা। তবে গত ২০ ফেব্রুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরোপিত বৈশ্বিক শুল্কনীতিকে অবৈধ ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। ওই রায়ের পর সব দেশের পণ্যে আবার ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। দেশটির প্রচলিত আইন ব্যবহার করে ১৫০ দিনের জন্য শুল্ক আরোপ সুযোগ কাজে লাগানো হয়েছিল– যার মেয়াদ শেষ হয়েছে গত রাতে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কবিন্যাস সম্পর্কে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, এটি মূলত পুরোনো শুল্কেরই একটি রিপ্লেসমেন্ট বা প্রতিস্থাপন। নতুন কোনো অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হয়নি। গতকাল শুক্রবার সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম প্রসঙ্গে বক্তব্য দিতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি।

ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard

25 JUL 2026

Bangladesh's $1b semiconductor ambition now faces an critical execution phase

MISSING PIECES IN BANGLADESH'S CHIP DREAM 8

Target: Increase semiconductor exports from **$8m to $1b by 2030**

Execution is the core challenge
- Skills, research, infrastructure, investment, regulatory efficiency

Industrylacks experienced engineers to lead complex projects

Needs internationally certified ATMP/OSAT facilities

- No dedicated national semiconductor R&D fund
- No startup support or tech-focused financing

- **50 VLSI design** companies, 3 testing facilities, 2 packaging industries needed by 2030

INDUSTRY – BANGLADESH

SHOUMIK AHMMED ANIK

The global semiconductor industry is entering a period of unprecedented expansion, fuelled by soaring demand for artificial intelligence (AI), high-performance computing and advanced electronics.

As countries across Asia race to strengthen their positions in global chip supply chains, industry leaders say Bangladesh's semiconductor ambitions have reached a decisive stage where implementation, rather than policy announcements, will determine success.

Following the long-term tax incentives announced in the FY2026-27 budget, the Silicon River USA Roadshow that concluded in June, and the two-day Bangladesh Electronics, AI and Robotics (BEAR) Summit 2026, which begins today, they say the country's next challenge is no longer attracting attention but building a globally competitive semiconductor ecosystem.

"The next two years will determine whether Bangladesh becomes a serious semiconductor destination," said Syed Almas Kabir, former president of the Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS).

According to him, investors will now look for tangible progress beyond policy measures, including operational semiconductor design centres employing 200 to 300 engineers, SEE PAGE 6 COL 1

CONTINUED FROM PAGE 1
internationally certified Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) facilities, faster regulatory approvals and partnerships with global semiconductor companies.

The urgency is reflected in the rapid growth of the global market. The World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) forecasts the industry will expand to $1.51 trillion in 2026, driven by AI infrastructure, high-bandwidth memory and advanced computing, before approaching $1.9 trillion in 2027.

India has committed more than $13 billion under its semiconductor programme, while Vietnam aims to train 50,000 semiconductor design engineers by 2030.

Against that backdrop, Bangladesh's ambitions are comparatively modest. The Bangladesh Investment Development Authority (Bida) aims to increase semiconductor exports from around $8 million to $1 billion by 2030.

Industry leaders say reaching that target will depend less on introducing new incentives than on how quickly the country develops skilled talent, research capability and testing infrastructure.

From policy support to industrial expansion

The government has extended customs duty, VAT and tax concessions on semiconductor design software, Electronic Design Automation (EDA) tools, testing equipment and advanced packaging machinery until 2031, providing companies with greater certainty for long-term investment.

Sirajul Alam Khan, founder and chief executive of Siliconova, said the budget measures, Silicon River USA Roadshow and the upcoming BEAR Summit have strengthened investor confidence and raised Bangladesh's profile as a semiconductor design destination.

He said the initiatives are expected to attract outsourcing projects, foreign investment and technology partnerships with global semiconductor companies.

At the same time, he said sustained growth will require a dedicated semiconductor research fund, easier access to EDA tools and semiconductor intellectual property, technology-focused financing and stronger public-private partnerships to help companies commercialise advanced technologies and expand into semiconductor packaging and testing.

Building the workforce

While policy support has improved, industry leaders believe Bangladesh's biggest challenge remains developing specialised human capital.

The country produces around 13,000 electrical and electronic engineering graduates and 26,000 computer science graduates each year.

However, Professor Dr ABM Harun-ur-Rashid of Buet's Department of Electrical and Electronic Engineering and a member of Bida's National Semiconductor Taskforce said most graduates require nearly a year of specialised Very Large Scale Integration (VLSI) training before becoming industry-ready.

Bangladesh also lacks experienced engineers capable of leading complex semiconductor projects, he added.

"The industry needs engineers with 10 to 15 years of experience who can lead teams and deliver sophisticated projects. That experience gap cannot be filled overnight," Harun said.

He called for a sustainable talent development model involving government, universities and industry. He said this should include dedicated VLSI programmes, industry-aligned curricula, wider access to commercial EDA tools, faculty development initiatives and the establishment of a National Centre of Excellence for VLSI Design.

The next milestone: Testing and packaging

While Bangladesh has established a presence in semiconductor design through companies such as Siliconova, Ulkasemi, Neural Semiconductor and Prime Silicon Technology, industry leaders say the next stage is to build internationally competitive testing and packaging capabilities.

Almas Kabir said Bangladesh should establish internationally certified ATMP facilities, introduce a single-window regulatory system for investors, and secure at least two foreign investment partnerships with global semiconductor companies.

It should also prioritise developing semiconductor engineers, strengthening university-industry collaboration and expanding testing and packaging infrastructure, he added.

Harun described Outsourced Semiconductor Assembly and Testing (OSAT) and advanced packaging as the natural next phase of Bangladesh's semiconductor journey.

He said the country should aim to establish 50 VLSI design companies, three semiconductor testing facilities and two packaging industries by 2030, while attracting at least one global semiconductor company to establish a design centre in Bangladesh.

Building a complete ecosystem

MA Jabbar, president of the Bangladesh Semiconductor Industry Association (BSIA), said extending incentives until 2031 gives investors greater confidence to make long-term commitments, but the next phase must focus on developing the broader ecosystem.

He identified talent development, shared design infrastructure, advanced testing facilities, packaging capability, research funding, stronger intellectual property protection and closer collaboration between industry and academia as the sector's immediate priorities.

Jabbar and Sirajul Alam both called for a National Semiconductor Research and Development Fund, startup support programmes, technology-focused financing, shared design infrastructure and faster regulatory approvals to accelerate commercialisation and attract investment.

Industry leaders said the Silicon River USA Roadshow and the National Semiconductor Symposium & BEAR Summit 2026 have increased Bangladesh's visibility among global semiconductor companies, investors and diaspora professionals, creating opportunities for research collaboration, technology transfer and foreign investment.

They cautioned, however, that international interest must now be matched by execution.

Investors, they said, will ultimately assess Bangladesh on the availability of skilled engineers, internationally certified testing and packaging facilities, research capability and an efficient regulatory environment.

The Financial Express

25 JUL 2026

Taka value propped up!

REER rise weighs on export competitiveness

Possible inflation spikes, import cost hike prompt regulatory intervention

The financial express

JASIM UDDIN HAROON

Real effective exchange rate (REER) in Bangladesh rose to a seven-month high of 103.10 by June count, up 0.67 per cent from 102.41 in May, with its domino effect on the country's external trade.

According to data released Thursday by Bangladesh Bank, the REER has been on an upward trajectory since March after falling to 101.43 in February. The increase coincided with the taka-dollar exchange rate having reached Tk 122.95 per US dollar in June.

Exchange rate would be Tk126.65 per dollar if market fundamentals fully reflected: Market participants

The higher REER indicates that the local currency remained overvalued against the currencies of Bangladesh's major trading partners despite its gradual depreciation against the greenback.

The local currency weakened by around 0.11 per cent against the dollar in June compared to the previous month.

Market participants say the exchange rate would have been around Tk 126.65 per dollar in June had it fully reflected market fundamentals.

However, the central bank appears to have sought to avoid a

| FROM PAGE 1 COL 8

sharper depreciation because of its potential impact on import costs and domestic inflation.

While many analysts believe a REER reading in the range of 100-103 does not warrant immediate concern, one central banker, requesting anonymity, has said the International Monetary Fund (IMF) may view the taka as still being overvalued.

"The IMF would probably prefer the REER to decline to around 95 to improve Bangladesh's export competitiveness. It has often argued that the central bank should allow greater exchange-rate flexibility rather than influencing the market," he said.

An exporter from the apparel sector said businesses had incurred exchange-rate losses during periods of sharp movements in the taka value.

Economists say an overvalued exchange rate has long been regarded as one of the factors affecting the competitiveness of Bangladesh's exports.

According to Bangladesh Bank data, the taka depreciated by 0.60 per cent against the US dollar at the end of FY2025-26 compared to the end of the previous fiscal year.

Experts attribute the rise in the REER largely to Bangladesh's persistently higher inflation relative to its major trading partners, where inflation has generally remained between 2.0 per cent and 3.0 per cent compared to around 9.0 per cent in Bangladesh.

"In my view, higher inflation is the principal reason behind the increase in the REER," said Dr Md. Ezazul Islam, Director-General of the Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM).

He thinks Bangladesh would need either to bring inflation under control or allow the aka to depreciate further to restore external competitiveness.

The Bangladesh Bank calculates the REER using a 17-currency basket (base: FY2023-24 = 100), taking into account the country's trade and remittance flows.

jasimharoon@yahoo.com

ঢাকা।

The Financial Express
25 JUL 2026

Bangladesh gets edge over competitors in US labour tariff on 60 countries

BD faces 10pc while biggies like China, Vietnam, Thailand charged 12.5pc punitive duty

- Dhaka believes a 3yr tariff-rate quota (TRQ) may absolve its exports if products manufactured using US cotton, textile inputs
- If tariff-rate quota approved, it would further enhance country's attractiveness as sourcing destination: Traders

- Relatively favourable tariff treatment could influence sourcing decisions by global brands seeking to minimise rising import costs: Industry insiders

FE REPORT

Bangladesh appears set to retain a competitive advantage on the lucrative US apparel market after Washington imposed new labour-related tariff on imports from 60 economies, placing the country on the lowest rung while subjecting several of its biggest rivals to steeper duties.

The measures, announced by the Office of the United States Trade Representative (USTR) on July 23 under Section 301 of the Trade Act of 1974, came after an investigation into whether countries had failed to prevent the production and export of goods made wholly or partly with forced labour.

Effective from 12.01am Washington time on July 24, the tariffs range from 10 per cent to 12.5 per cent and replace the temporary 10 per cent global tariff previously imposed under Section 122 of the same law.

Bangladesh will now face an additional 10-percent tariff on all exports entering the United States, on top of the existing Most-Favoured-Nation (MFN) duties. While the measure raises the cost of Bangladeshi exports, the lower rate preserves the country's competitive position relative to many of its principal competitors.

China, Vietnam and Thailand -- among the world's largest apparel exporters -- have each been subjected to the maximum tariff of 12.5 per cent, widening further Bangladesh's cost advantage in one of its most important export markets.

Bangladesh is one of only 17 countries, out of the 86 covered by the USTR action, to receive the minimum tariff rate.

The tariffs stem from an investigation launched by the Trump administration in March under Section 301, a provision that authorises the US government to investigate whether another country's trade practices are unreasonable or discriminatory and to

| SEE PAGE 7 COL 1

UNITED FINANCE AAA The Highest Credit Rating. 16354

impose retaliatory measures where necessary. Unlike temporary tariffs introduced under emergency provisions, Section 301 measures have no automatic expiry date and are not subject to a ...

Bangladesh could also benefit from a further initiative under consideration by the USTR, says the foreign ministry, adding: "The agency is examining a three-year tariff-rate quota (TRQ) f...

... for Bangladesh's foreign ministry said the government remained committed to improving labour standards and ...

FE REPORT

Bangladesh appears set to retain a competitive advantage on the lucrative US apparel market after Washington imposed new labour-related tariff on imports from 60 economies, placing the country on the lowest rung while subjecting several of its biggest rivals to steeper duties.

The measures, announced by the Office of the United States Trade Representative (USTR) on July 23 under Section 301 of the Trade Act of 1974, came after an investigation into whether countries had failed to prevent the production and export of goods made wholly or partly with forced labour.

Effective from 12.01am Washington time on July 24, the tariffs range from 10 per cent to 12.5 per cent and replace the temporary 10 per cent global tariff previously imposed under Section 122 of the same law.

Bangladesh is one of only 17 countries, out of the 86 covered by the USTR action, to receive the minimum tariff rate.

The tariffs stem from an investigation launched by the Trump administration in March under Section 301, a provision that authorises the US government to investigate whether another country's trade practices are unreasonable or discriminatory and to

| SEE PAGE 7 COL 1

UNITED FINANCE AAA The Highest Credit Rating. 16354

impose retaliatory measures where necessary.

Unlike temporary tariffs introduced under emergency provisions, Section 301 measures have no automatic expiry date and are not subject to a statutory maximum rate, although they require a formal investigation before being imposed.

The USTR concludes that many of the economies under investigation failed to prohibit or effectively enforce bans on goods produced using forced labour, creating unfair trade conditions and placing US commerce at a disadvantage.

Announcing the decision, US Trade Representative Jamieson Greer said the measures were intended to address both labour-rights concerns and unfair trade practices.

"Today's action will begin to correct what is both a human -rights abuse and distortive trade practice to improve the welfare of workers everywhere," Greer said.

Bangladesh could also benefit from a further initiative under consideration by the USTR, says the foreign ministry, adding: "The agency is examining a three-year tariff-rate quota (TRQ) for Bangladesh, Cambodia, Indonesia and Malaysia that would waive Section 301 tariffs on products manufactured using US cotton and textile inputs."

If implemented, the proposal would provide Bangladeshi exporters with an additional competitive advantage while encouraging greater use of American raw materials in garment production.

The United States is one of Bangladesh's largest export destinations, with ready-made garments accounting for the overwhelming majority of shipments.

Industry observers say the relatively favourable tariff treatment could influence sourcing decisions by global brands seeking to minimise rising import costs while maintaining diversified supply chains.

Responding to the announcement, a spokesperson for Bangladesh's foreign ministry said the government remained committed to improving labour standards and strengthening cooperation with international partners.

"The Government of Bangladesh remains fully committed to upholding international labour standards and will continue to engage closely with international partners to ensure the robust growth, compliance and sustainability of Bangladesh's critical export sectors," the spokesperson said.

Although the latest 10-percent tariff will add to exporters' costs, analysts say Bangladesh's lower duty compared with key competitors could help safeguard its position in the US market. The proposed tariff-rate quota, if approved, would further enhance the country's attractiveness as a sourcing destination at a time when international buyers are increasingly factoring labour compliance and trade policy into procurement decisions.

mirmostafiz@yahoo.com

The Daily Star

25 JUL 2026

US again imposes 10% tariff on Bangladesh

Govt says no impact on export as rate stays same, comes after expiry of previous one

REFAYET ULLAH MIRDHA

The US has imposed a 10 percent tariff on imports from Bangladesh along with 17 other countries, as the countries have not done enough to prevent the import of raw materials produced using forced labour.

The development comes after the US launched an investigation in March covering 60 countries, including Bangladesh, under Section 301(b) of the Trade Act, 1974 to determine whether to impose tariffs of 10 percent or 12.5 percent for failure to prevent imports of goods produced using forced labour.

The duty took effect from yesterday, according to the notification from the Office of the US Trade Representative (USTR). Coincidentally, the temporary 10 percent tariff imposed earlier this year by US President Donald Trump expired yesterday.

The new duty keeps the total tariff on Bangladesh's garment exports to the US to 25.62 percent. About 20 percent of Bangladesh's garment exports are destined to the US.

Bangladesh has been placed in the lower 10 percent tariff tier, said the foreign ministry in a statement yesterday following the USTR announcement. "Therefore, it retains Bangladesh's competitive standing in the US apparel and export market."

The other countries subjected to the 10 percent tariff are Argentina, Cambodia, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordan, Malaysia, Mexico, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, and the UK.

Several major apparel-exporting competitors, including China, Vietnam and Thailand, would face the higher 12.5 percent tariff, said the foreign ministry statement.

"This distinct differential reinforces Bangladesh's ongoing comparative advantage in the US market relative to its high-tariff competitors."

SEE PAGE 9 COL 5

FROM PAGE 1

The USTR is considering introducing a three-year Tariff-Rate Quota for Bangladesh, Cambodia, Indonesia and Malaysia that would waive Section 301 tariffs on goods made from US cotton and textile inputs, the statement said.

"This, when implemented, would provide Bangladesh with a further competitive advantage and promote its exports to the US market."

The government remains fully committed to upholding international labour standards and would continue to engage closely with international partners to ensure the robust growth, compliance and sustainability of Bangladesh's critical export sectors, the statement added.

The latest US tariff measures on Bangladesh would not create any new impact, as the tariff rate remains unchanged after being introduced under a different name, said Commerce Minister Khandaker Abdul Muktadir.

Because of the legal obligation under US law, the previous tariff imposed by the US expired within 150 days.

"After the expiry of the previous tariff, the new tariff will come into effect. Although it will have a different name, the tariff rate will remain the same as before," he added.

"This is an existing tariff but under a new name," he added.

Bangladesh expected a lower tariff than the final rate, said Mohammad Abdur Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development.

The US buyers may force the local exporters to bear a portion of the tariff, which may affect the export value, he added.

The White House says the move is part of its latest effort to revive President Trump's plan for a broad global tariff regime after the US Supreme Court in February struck down his "reciprocal" tariffs of between 10 percent and 50 percent, which had been introduced under a national emergencies law to reduce the US trade deficit.

In April 2025, President Trump introduced reciprocal tariffs on trading partners worldwide in a bid to reduce the US trade deficit. The US Supreme Court later struck down those tariffs.

Since then, the Trump administration has sought alternative legal avenues to implement the president's trade agenda.

Before the reciprocal tariff was announced in April last year, Bangladesh's garment exporters paid a 15.62 percent duty on shipments to the US for several years.

In fiscal 2025-26, Bangladesh

same, comes after expiry of previous one

REFAYET ULLAH MIRDHA

The US has imposed a 10 percent tariff on imports from Bangladesh along with 17 other countries, as the countries have not done enough to prevent the import of raw materials produced using forced labour.

The development comes after the US launched an investigation in March covering 60 countries, including Bangladesh, under Section 301(b) of the Trade Act, 1974 to determine whether to impose tariffs of 10 percent or 12.5 percent for failure to prevent imports of goods produced using forced labour.

The duty took effect from yesterday, according to the notification from the Office of the US Trade Representative (USTR). Coincidentally, the temporary 10 percent tariff imposed earlier this year by US President Donald Trump expired yesterday.

The new duty keeps the total tariff on Bangladesh's garment exports to the US to 25.62 percent. About 20 percent of Bangladesh's garment exports are destined to the US.

Bangladesh has been placed in the lower 10 percent tariff tier, said the foreign ministry in a statement yesterday following the USTR announcement. "Therefore, it retains Bangladesh's competitive standing in the US apparel and export market."

The other countries subjected to the 10 percent tariff are Argentina, Cambodia, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordan, Malaysia, Mexico, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, and the UK.

Several major apparel-exporting competitors, including China, Vietnam and Thailand, would face the higher 12.5 percent tariff, said the foreign ministry statement.

"This distinct differential reinforces Bangladesh's ongoing comparative advantage in the US market relative to its high-tariff competitors."

SEE PAGE 9 COL 5

FROM PAGE 1

The USTR is considering introducing a three-year Tariff-Rate Quota for Bangladesh, Cambodia, Indonesia and Malaysia that would waive Section 301 tariffs on goods made from US cotton and textile inputs, the statement said.

"This, when implemented, would provide Bangladesh with a further competitive advantage and promote its exports to the US market."

The government remains fully committed to upholding international labour standards and would continue to engage closely with international partners to ensure the robust growth, compliance and sustainability of Bangladesh's critical export sectors, the statement added.

The latest US tariff measures on Bangladesh would not create any new impact, as the tariff rate remains unchanged after being introduced under a different name, said Commerce Minister Khandaker Abdul Muktadir.

Because of the legal obligation under US law, the previous tariff imposed by the US expired within 150 days.

"After the expiry of the previous tariff, the new tariff will come into effect. Although it will have a different name, the tariff rate will remain the same as before," he added.

Garment exporters echoed the same.

The tariff will not have any impact on Bangladesh's garment exports to the US, said Faisal Samad, director of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.

"This is an existing tariff but under a new name," he added.

Bangladesh expected a lower tariff than the final rate, said Mohammad Abdur Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development.

The US buyers may force the local exporters to bear a portion of the tariff, which may affect the export value, he added.

The White House says the move is part of its latest effort to revive President Trump's plan for a broad global tariff regime after the US Supreme Court in February struck down his "reciprocal" tariffs of between 10 percent and 50 percent, which had been introduced under a national emergencies law to reduce the US trade deficit.

In April 2025, President Trump introduced reciprocal tariffs on trading partners worldwide in a bid to reduce the US trade deficit. The US Supreme Court later struck down those tariffs.

Since then, the Trump administration has sought alternative legal avenues to implement the president's trade agenda.

Before the reciprocal tariff was announced in April last year, Bangladesh's garment exporters paid a 15.62 percent duty on shipments to the US for several years.

In fiscal 2025-26, Bangladesh exported goods worth $9.04 billion to the US, up 4.1 percent year-on-year, according to data from the Export Promotion Bureau. Of the amount, garment accounted for $7.74 billion, an increase of 2.6 percent from the previous year.